HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০– বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন

টপিক – ০১ সামাজিক উন্নয়নের ধারণা

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সামাজিক উন্নয়নের ধারণা
টপিক ০২: সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ধারণা
টপিক ০৩: সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থার ভূমিকা
টপিক ০৪: সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা
টপিক ০৫: গ্রামীণ ব্যাংক-এর ভূমিকা
টপিক ০৬: ব্র্যাক ব্যাংক-এর ভূমিকা
টপিক ০৭: আশা -এর ভূমিকা
টপিক ০৮: অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা
টপিক ০৯: সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের গুরুত্ব
টপিক ১০: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সামাজিক উন্নয়নের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক উন্নয়নের ধারণা

মানবসমাজ সর্বদাই উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সমাজের এ উন্নয়ন আদি যুগ থেকেই ধীরে ধীরে চলে আসছে। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের এ ধারা আরও বেগবান হচ্ছে। নতুনকে পাওয়ার জন্য, অজানাকে জানার জন্য এবং বাধাকে দূর করার জন্য মানুষের যে ইচ্ছা বা আগ্রহ সেই ইচ্ছা বা আগ্রহ থেকেই সামাজিক উন্নয়ন ঘটে সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমেই সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তন লক্ষ কিরা যায়। এজন্যই সামাজিক উন্নয়ন বলতে সমাজ কাঠামোর উন্নয়নকে বোঝায়। অর্থাৎ গোটা সমাজ কাঠামোর কিংবা সমাজের বিশেষ বিশেষ উপাদানের উন্নয়নই হলো সামাজিক উন্নয়ন। একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থা থেকে কল্যাণমূলক পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজকে নতুন রূপ প্রদান করাই হলো সামাজিক উন্নয়ন। এ উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। কখনো সামগ্রিক উন্নয়ন ক্ষণস্থায়ীভাবে হয় আবার কখনো সামাজিক উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ীভাবে সম্পন্ন হয়। কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষ কারণে সামাজিক উন্নয়ন ঘটে। সামাজিক উন্নয়ন সমাজের পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করে।

সামাজিক উন্নয়নের ধারণা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগ সমাজের মানুষের মধ্যে একটি আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে। এ আত্মবিশ্বাসের ফলে মানুষ নিজেই তার ভাগ্যনিয়ন্তা। আর এ ধারণা থেকেই মানুষ নিজেই নিজের এবং সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন মানুষের কাম্য। কারণ দিন দিন মানুষের বুদ্ধিমত্তা বাড়বে এবং এর সাথে সাথে সমাজের উন্নয়ন ঘটতে থাকবে। এ অধ্যায়ে আমরা সামাজিক উন্নয়নের ধারণা, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ধারণা, সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থার ভূমিকা, সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা, সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারব।

সামাজিক উন্নয়নের ধারণা

সামাজিক উন্নয়ন একটি বিমূর্ত বিষয়। সামাজিক উন্নয়ন শব্দটির ইংরেজি পরিভাষা হলো Social Development। এটি সমাজ উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট। উন্নয়নের সাথে সামাজিক শব্দটির ব্যবহার হচ্ছে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রথমত শিল্প বিস্তারের পর থেকে সমবায় আন্দোলন, সামাজিক কর্ম ও কমিউনিটি উৎপাদন, দ্বিতীয়ত আধুনিকীকরণের সমার্থক হিসেবে, তৃতীয়ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞায় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। এসব দৃষ্টিকোণ থেকে যাটের দশক থেকে সামাজিক উন্নয়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার হলেও জাতিংঘের অঙ্গ সংগঠনগুলো প্রত্যয়টির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ রূপ হচ্ছে সামাজিক উন্নয়ন। সামাজিক উন্নয়নের বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার মানের অবস্থান, মানব সম্পদের বিকাশ, জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, পরিবেশ প্রভৃতির উন্নয়ন। সমাজের বিদ্যমান অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় উত্তরণকে সামাজিক উন্নয়ন বলা হয়। সামাজিক উন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানী জেমস মিজলে (James Midgley) বলেন, সামাজিক উন্নয়ন বলতে পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তনের এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা গতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর অবস্থার উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টা চালায়।

সামাজিক উন্নয়নের ধারণা

(Social development is a process of planned social change designed to promote the well being of the population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic.)

Encyclopaedia of Social Work in India-এর ব্যাখ্যা অনুসারে সামাজিক উন্নয়ন হলো একটি সচেতন কর্মোদ্যোগের অংশ যা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সমন্বিত পরিবর্তনের সূচনা করে।

সামাজিক উন্নয়নের ধারণা

সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে ড. মোঃ নুরুল ইসলাম একটি সমন্বিত ধারণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, সামাজিক উন্নয়ন এক ব্যাপক ধারণা। সামাজিক উন্নয়ন সমাজের সকল দিকের ইতিবাচক পরিবর্তন বা উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি সমাজে তখনি সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে বলে ধারণা করা হয় যখন ঐ সমাজের সাধারণ মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, অভ্যাস, ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ সকল ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন আসে এবং একই সাথে জনগণের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পায়, বেকারত্ব হ্রাস পায়, ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ সামাজিক উন্নয়ন হলো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত সকল দিকেরই এক ইতিবাচক উন্নয়ন। সামাজিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক যেসব বিষয়ের উন্নয়ন প্রয়োজন সেগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

১. শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন: শিক্ষা এমন একটা পদ্ধতি যা মানুষের মানবিক গুণাবলির উৎকর্ষ ঘটায়। সাথে সাথে শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটায় এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন সাধন করে। শিক্ষা মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে নিয়ে আসে। যার ফলে মানুষ তার নিজের সম্পর্কে জানতে পারে এবং পূর্বের চেয়ে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়। যার ফলে মানুষ নিজের ও সমাজের জন্য বিভিন্নভাবে উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করে।

সামাজিক উন্নয়নের ধারণা

২. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন: সামাজিক উন্নয়ন মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। পৃথিবীর প্রতিটি সমাজের উন্নয়ন ঘটেছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে। পূর্বে বাংলাদেশে কৃষিই ছিল অর্থনীতির মূলভিত্তি। তখন উৎপাদন পদ্ধতিতে পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে গোষ্ঠী মালিকানা প্রচলিত ছিল। তবে এ সমাজ বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। এর পরবর্তীতে আসে ভূমি মালিক শ্রেণির আধিপত্য। এরা ভূমিদাসদের দিয়ে চাষাবাদ করত এবং নিজেরাই আরও বেশি ধনী হতে থাকে। যার ফলে এ ব্যবস্থায় ও সমাজের উন্নয়নের পরিবর্তে ভূমি মালিক এবং ভূমিদাসদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।

৩. শিল্পায়ন: বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়নের ধারণায় যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় তা হলো শিল্পায়ন। শিল্পায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদিত হয়। আধুনিক সমাজ বলতে সাধারণত শিল্পায়িত সমাজকেই বোঝায়। শিল্পায়ন মানেই সভ্যতার অগ্রগতি বা সমাজের উন্নয়ন। কেননা শিল্পায়নের মাধ্যমেই মানুষের অর্থনৈতিক জীবনমাত্রার মান বেড়ে যায় এবং সমাজের উন্নয়ন ঘটে।

৪. নগরায়ণ শিল্পায়নের সাথে নগরায়ণের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নগরায়ণের ফলে মানুষ গ্রাম থেকে নগরের দিকে ধাবিত হয় এবং মানুষের মনে নগরমানসিকতা গড়ে ওঠে। নগরে বসবাসকারী মানুষের জীবনপ্রণালি গ্রামীণ মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি হতে আলাদা। নগরমানসিকতা নগরবাসীর কাজেকর্মে, চিন্তাচেতনায় এককথায় মূল্যবোধে পরিবর্তন ঘটায়। নগরে বিভিন্ন পেশার সুযোগ থাকায় নগরবাসীদের আর্থসামাজিক তথা মর্যাদাগত উন্নয়ন দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

৫. জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি: বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়নের ধারণা থেকে যে বিষয়টি ফুটে ওঠে তা হলো। জনসংখ্যা হ্রাস ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি। বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা হ্রাস ও আয়ুষ্কাল পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সামাজিক উন্নয়নের প্রভাবে জনসংখ্যা যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমনি জনগণের আয়ুষ্কালও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. বেকারত্ব হ্রাস: বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়নের ফলেই দেশের বেকার সমস্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। পূর্বে সমাজে নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ হলেও তা সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি এবং এসব উন্নয়ন সমাজের বেকারত্ব দূর বাহ্রাস করতে পারেনি। কিন্তু সমাজে ইতিবাচক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ থেকে বেকারত্ব অনেক হ্রাস পেয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০– বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন

টপিক – ০২ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ধারণা

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সরকারি সংস্থা

সাধারণত একটি দেশের যেসব শিল্পকারখানা, ব্যাংক, বিমা, ব্যবসায় বাণিজ্য, যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতি সংস্থা সরকারি মালিকানাধীন থাকে এবং সরকারের অর্থ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয় সেগুলোকে সরকারি সংস্থা বলা হয়। তবে যেসব সংস্থার উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ড সরকারি নীতি দ্বারা সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় সেসব সংস্থাই সরকারি সংস্থা হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরে শিল্প, বাণিজ্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির অধিকাংশ জাতীয়করণ করা হয়। এর ফলে তখন দেশে সরকারি সংস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর পরবর্তী সময়েই বাংলাদেশে সরকারি সংস্থার পরিধি সংকুচিত হতে থাকে। কিন্তু সরকারি সংস্থা সংকুচিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও উন্নয়নের জন্য সরকারি সংস্থার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ধারণা

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সরকারি সংস্থার মাধ্যমেই সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়। এরূপ দেশে সরকারি সংস্থার কাজ হলো জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত গতিপ্রকৃতি, বিভিন্ন রকম শিল্পের প্রসার ও সেগুলোর মধ্যে ভারসাম্য নির্ধারণ করা। সরকারি সংস্থার ধারণা থেকেই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রেই সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটানোর বিষয় ফুটে উঠেছে এবং সরকারি সংস্থা একটি দেশের সর্বাঙ্গীণ সফলতা বা পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের পথে পরিচালিত করতে পারে। সরকারি সংস্থার ধারণায় দেশের জনগণকে সরকারি প্রতিনিধি নির্ধারণ এবং সরকারকে জনগণের জন্য কল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদনের ধারণা বাস্তবায়নের পাশাপাশি রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করতে শিখিয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ধারণা

সরকারি সংস্থার কার্যপ্রণালি বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নিচে এসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে সরকারি সকল সংস্থাসমূহের কার্যাবলি পরিচালিত হয়।
জাতীয় সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা নিরসনের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।
সরকারি সংস্থার ব্যয় নির্বাহের প্রধান উৎস সরকারের আর্থিক সংস্থান।
সরকারি সংস্থার আইন ও বিধিবিধান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত।
সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে সরকারি সংস্থা পরিচালিত হয়।
সরকারের নিযুক্ত কর্মীবাহিনীর দ্বারা সরকারি সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।
সরকারি সংস্থা পরীক্ষামূলকভাবে কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে না।
সরকার যেকোনো সময় এর বিধিবিধান ও কার্যক্রমে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।
সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাতান্ত্রিক কারণে অনেক সময় জটিলতা দেখা যায়।
সরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সহজে পরিবর্তন করা যায় না।

বেসরকারি সংস্থা

যখন কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন দেশি বা বিদেশি কিংবা উভয় উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে একেবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করে তখন সেই ব্যক্তি বা সংগঠনের কাজকে বলা হয় স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা' বা "Non-Government Organization" সংক্ষেপে এনজিও নামে অভিহিত করা হয়। বেসরকারি সংস্থা হচ্ছে আইনি সংবিধানের অধীনে বেসরকারি ব্যক্তি কিংবা সংস্থা কর্তৃক গঠিত সংগঠন, যাতে সরকারি কোনো অংশীদারিত্ব কিংবা প্রতিনিধিত্ব নেই। তবে অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সরকারি মদদ সরবরাহ করতে দেখা যায়। তা সত্ত্বেও বেসরকারি সংস্থা তাদের বেসরকারি মর্যাদা এবং স্বাধীনতা বজায় রাখে। কোনোক্রমেই এ ধরনের বেসরকারি সংস্থাগুলোতে সরকারি প্রতিনিধিত্ব কিংবা অংশীদারিত্ব দেখা যায় না।

Helmut Anheier একটি পরিসংখ্যান চালিয়ে দেখেছেন যে, পৃথিবীতে মোট ৪০ হাজার আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে এ ধরনের বেসরকারি সংস্থার সংখ্যা আরও বেশি। যেমন-

খোদ রাশিয়াতেই নিবন্ধনকৃত বেসরকারি সংস্থা হচ্ছে ৪ লক্ষ এবং ভারতে এ বেসরকারি সংস্থার সংখ্যা ১০ থেকে ২০ লক্ষ হতে পারে বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থা তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে নিবন্ধিকৃত বেসরকারি সংস্থার সংখ্যা ১১৫০টি। এর মধ্যে বিদেশি বেসরকারি সংস্থার সংখ্যা ১২২টি। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ বেসরকারি সংস্থাগুলো সরকারি সংস্থার পাশাপাশি দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ধারণা

সরকারি সংস্থার ন্যায় বেসরকারি সংস্থারও রয়েছে কতিপয় বৈশিষ্ট্য। নিচের সেগুলো উল্লেখ করা হলো-

বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

বেসরকারি সংস্থা আন্তর্জাতিক, জাতীয় বা আঞ্চলিকভাবে সেবামূলক শিক্ষামূলক এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়জিত থাকে।

এসব সংস্থা বৈদেশিক সহায়তা, স্বেচ্ছামূলক কার্যক্রম, রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স- ১৯৭৮ সালের আওতায় সমাজকল্যাণ বিভাগের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত।

বেসরকারি সংস্থার বিধিবিধান ও নীতিমালা সাধারণত নিজস্ব বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রণীত হয়।

এসব সংস্থা পরিচালনায় ধর্মীয় দর্শন, মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

এসব সংস্থা বেসরকারি হলেও সরকারি অনুমোদন নিয়েই এরা কাজ করে এবং সরকার গৃহীত পরিকল্পনা নীতির সাথে সম্পর্কিতভাবে বা সরকার নির্দেশিত পথে এদের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০– বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন

টপিক – ০৩ সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থার ভূমিকা

সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থার ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থার ভূমিকা

উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক ধারণা। বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ উন্নয়ন বলতে আধুনিকীকরণকে নির্দেশ করেছেন, কেউ নগরায়ণ, কেউ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকে নির্দেশ করেছেন আবার কেউ দারিদ্র্য নির্মূলের কথাও বলেছেন। মূলত এ সবকিছুর উন্নয়নের ওপর ভিত্তি করেই সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

'সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিচে সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থার ভূমিকা আলোচনা করা হলো-

১. দারিদ্র্য বিমোচন: বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের অধিকাংশ জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। এক্ষেত্রে দেশের সরকারি সংস্থা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নানা ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। যেমন- পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৫, পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৯, পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-১২ এবং পল্লি দরিদ্র সমবায় প্রকল্প। এসব প্রকল্পের কাজ হলো ভূমিহীন প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। এসব কর্মসূচিতে দরিদ্র মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থার ভূমিকা

২. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি সংস্থা দেশের জনগণকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসহ পল্লি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন আঞ্চলিক ও থানা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও কুমিল্লা একাডেমি, লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পরিকল্পনা একাডেমি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শুধু সরকারি সংস্থায় নিয়োজিতদেরকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না বরং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকায় সামাজিক সচেতনতা, সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কৌশল বা মাধ্যম ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের লোকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থার ভূমিকা

আর্টসকম

৩. মহিলা বিষয়ক প্রকল্প: দেশের সরকারি সংস্থা আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য নানা ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। এ প্রকল্পের আওতায় সমবায়ী মহিলাদেরকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও মহিলাদের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো হয় এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীর মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিশু পরিচর্যা ইত্যাদি সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে সরকারি সংস্থা সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৪. কৃষি উন্নয়ন: বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর একটি দেশ। এজন্য এদেশের সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে বিষয়টি বেশি জরুরি তা হলো কৃষিতে উন্নয়ন। আর এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরকারি সংস্থা কৃষিতে উন্নত বীজ, সেচযন্ত্র, পাওয়ার টিলার সরবরাহ করার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও কৃষিতে উন্নয়নের জন্য কৃষকদেরকে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি তাদেরকে অন্যান্যভাবে ও সহযোগিতা করা হচ্ছে।

সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থার ভূমিকা

৫. সমবায় গঠন: বাংলাদেশে সরকারি সংস্থা সমবায় গঠনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে সচেতন করার মাধ্যমে সরকারি সংস্থা তাদেরকে সমবায় গঠনে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের পুঁজি গঠনের জন্য নানা ধরনের লাভজনক কর্মকাণ্ডের ধারণা দেয়।

৬. বাজারজাতকরণ: বাংলাদেশে সরকারি সংস্থা দেশের কৃষকদেরকে মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ থেকে রক্ষা করে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাজারজাতকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। আর এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি সংস্থা কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা, ব্যবসার মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপনে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, গুদামজাত ও বাজারজাতকরণে সহজ পন্থা অবলম্বন করে কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নে সহায়তা দান, কৃষি উৎপাদন, কৃষি ঋণ ও বাজারজাতকরণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থার ভূমিকা

৭. অর্থ উপার্জনশীল কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদান সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা অর্থ উপার্জনশীল কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ যেসব কর্মকাণ্ডে ক্ষতির চেয়ে লাভের সম্ভাবনা অনেক বেশি সেসব অর্থ উপার্জনশীল কর্মকাণ্ডে সরকারি সংস্থা ঋণ প্রদান করে থাকে।

৮. যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টি: সরকারি সংস্থা দেশের সামাজিক উন্নয়নের জন্য যোগ্য মানবসম্পদ তৈরি করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ কোনো দেশের জনসংখ্যা যদি গুণগত দিক থেকে উন্নত মানের হয় তাহলে দেশের জনসংখ্যা সে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সম্পদে পরিণত হয়।

সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থার ভূমিকা

৯. জনগণের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা: সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি সংস্থা জনগণের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সুসংগঠিত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ সমাজের জনগণ সমাজে বসবাস করার ফলে কতকগুলো সামাজিক অধিকার লাভ করে। কিন্তু সামাজিকভাবে অধিকাংশ জনগণই এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

১০. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন: সরকারি সংস্থা দেশের জনগণের উন্নত জীবনযাপনের জন্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য নানা ধরনের সেবা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ সরকারি সংস্থা সমাজের জনগণের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শহরের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়েও বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

১১. কারিগরি শিক্ষা দেশের সরকারি সংস্থা সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমাজের জনগণকে কারিগরি শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষা প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১২. কুটির শিল্পের বিকাশ: সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি সংস্থা কুটির শিল্পের বিকাশ সাধনের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি নানা ধরনের প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে কুটির শিল্পের বিকাশ সাধন করে থাকে।

সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সংস্থার ভূমিকা

১৩. গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন: দেশের সামাজিক উন্নয়নের মূল ধাপ হলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন। আর এক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা শহরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের চেয়ে গ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়নকে বেশি গুরুত্ব দেয়। কেননা বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণই গ্রামে বসবাস করে। তাই গ্রামীণ রাস্তাঘাট, পুল-কালভার্ট ইত্যাদি বিষয়ের কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি সংস্থা সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি: সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি সংস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। কেননা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই একটি দেশের জনগণ শিক্ষার আলো পায় এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

১৫. মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা: সরকারি সংস্থা জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ সরকারি সংস্থা সমাজের জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জনগণকে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। যেমন সমাজের প্রতিটি জনগণের যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা বিষয়ে রাষ্ট্রের নিকট সুবিধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে সরকারি সংস্থা সে বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি জনগণের এ অধিকারগুলো বাস্তবায়নের ও চেষ্টা করে।

বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতা ও কর্মপরিধির দিক থেকে বিআরডিবি পল্লি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে একক. বৃহত্তম সরকারি প্রতিষ্ঠান। ষাট-এর দশকে প্রবর্তিত এবং ব্যাপকভাবে প্রশংসিত 'কুমিল্লা মডেল' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করা হয়। পল্লি উন্নয়নে আইআরডিপি'র সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করে ১৯৮২ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)

বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) ১৯৫৯ সালের ২৭ মে পল্লি উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। সূচনালগ্নেই একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে নিবেদিত প্রাণ কিছু গবেষক গ্রামীণ জনগণকে সাথে নিয়ে নিরন্তর নিরীক্ষা চালিয়ে এ দেশে পল্লি উন্নয়নের উপযোগী কিছু মডেল কর্মসূচি উদ্ভাবন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ষাটের দশকে গ্রামাঞ্চলে বিরাজিত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়। এসব কর্মসূচির মধ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলো হচ্ছে: ১. গ্রামে টেকসই সংগঠন সৃষ্টি, ২. ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পুঁজি সৃষ্টি, ৩. অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, ৫. স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, মহিলা শিক্ষাসহ সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রসার, ৬. গ্রামের সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতায় একটি সংগঠিত গ্রাম সমাজ সৃষ্টি, ৭. অকৃষি খাতে ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান, ৮. গ্রামের সাথে বহির্বিশ্বের কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন এবং ৯. সরকারের সেবা গ্রামে পৌছানোর কার্যক্রম পদ্ধতি উদ্ভাবন। এ ৯টি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়কে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একাডেমি ষাটের দশকেই সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করে। পল্লি উন্নয়ন একাডেমির পরিচালনায় ১৯৬০ সালে কুমিল্লা সমবায় সমিতিও চালু করা হয়। এটা দু'স্তর বিশিষ্ট সমবায় সংগঠন এবং গ্রাম এর কেন্দ্রবিন্দু।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০– বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন

টপিক – ০৪ সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা

সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা

বেসরকারি সংস্থা বলতে Non-government Organization-কেই বোঝানো হয়। আবহমানকাল ধরে বিভিন্ন সমাজে আর্তের সেবায় বা মানবকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মহতী প্রয়াসের প্রাতিষ্ঠানিক ও সুসংগঠিত রূপই হচ্ছে বর্তমান বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও কার্যক্রম। বিশ্বায়নের এ যুগে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশসমূহের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বেসরকারি সংস্থা বহুল আলোচিত একটি বিষয়। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থাগুলো সরকারি সংস্থার পাশাপাশি তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে এক হাজারেরও বেশি বেসরকারি সংস্থা রয়েছে। সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

গ্রামীণ ব্যাংক দেশের পল্লি অঞ্চলের ভূমিহীন দরিদ্র নারী-পুরুষদের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩-এর অধীনে একটি কর্পোরেট সংস্থা হিসেবে ঐ বছরের অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ ধরনের ব্যাংক। ব্যাংকটি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতোমধ্যে বিশ্ব জুড়ে খ্যাতিলাভ করেছে।

সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলাধীন জোবরা গ্রামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক ১৯৭৬ সালে চালু করা পল্লি ব্যাংকিং-এর একটি পাইলট প্রকল্প থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের উৎপত্তি। গ্রামের ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নির্ভরযোগ্য উপায়ে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের উপযোগিতা ও সাংগঠনিক কাঠামোর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে জোবরা গ্রামে গ্রামীণ প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, "আমার কাছে উন্নয়ন মানে হচ্ছে দেশের অধিকাংশ মানুষের আয় অথবা সম্পদ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া।" দরিদ্রদের, বিশেষত মহিলাদের সহজশর্তে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করলে তারা উৎপাদনমুখী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম কিনা এ সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করাও গ্রামীণ প্রকল্পের অপর একটি উদ্দেশ্য ছিল।

প্রকল্পটির আশাব্যঞ্জক ফলাফলের ভিত্তিতে মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৭৯ সালে চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইল জেলার আরও কয়েকটি গ্রামে এর সম্প্রসারণ ঘটান। বাংলাদেশ ব্যাংক এ সম্প্রসারিত প্রকল্পের জন্য তহবিলের যোগান দেয়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর আর্থিক সহায়তায় ১৯৮২ সালে প্রকল্পটি ঢাকা, রংপুর এবং পটুয়াখালী জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়। এতদিনে প্রকল্পটি দরিদ্রদের জন্য একটি ব্যাংকিং কাঠামোতে উন্নীত হয়। ফলে গ্রামীণ প্রকল্পের ব্যাংকিং ইউনিট সৃষ্টিপূর্বক সেগুলোকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর স্থানীয় শাখার সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে ঋণদান ও আদায় কার্যক্রম চালানো হয়। গ্রামীণ প্রকল্পটির গ্রামীণ ব্যাংক নামকরণ করে একটি বিশেষায়িত ঋণদান প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শুরুতে গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০০ মিলিয়ন ও ৩০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের মূলধন প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত। এর মোট পরিশোধিত মূলধনের ৪০% ব্যাংকটির ঋণগ্রহীতাগণ এবং অবশিষ্ট ৬০% বাংলাদেশ সরকার ও সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ করা হয়।

পরবর্তী সময়ে ক্রমান্বয়ে এর কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি করা হয়। ফলে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৫০০ মিলিয়ন ও ৩৫৮ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের ৩.৩৫% বাংলাদেশ সরকার, ০.৮৪% সোনালী ব্যাংক, ০.৮৪% বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং ৯৪.৯৭% ঋণগ্রহীতাগণ কর্তৃক পরিশোধিত। ঋণগ্রহীতাদের পরিশোধিত অংশ তথা ৯৪.৯৭% এর মধ্যে ৪.২৩ পুরুষ ঋণগ্রাহক এবং ৯০.৭৪% মহিলা ঋণগ্রাহকগণ কর্তৃক পরিশোধিত।

সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ সুবিধা পাওয়া একটি মানবিক অধিকার- এ নীতির ভিত্তিতে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রচলিত ব্যাংকিং-এ জনগণকে ঋণ গ্রহণের জন্য ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে হয়, অর্থাৎ ঋণ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিকে সশরীরে ব্যাংকে হাজির হতে হয়। কিন্তু গ্রাহকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ তহবিল নিয়ে তাদের দোরগোড়ায় পৌছানোর নীতির ভিত্তিতে তার ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক পল্লি অঞ্চলের ভূমিহীন ও অশিক্ষিত নারীদেরকে নিজস্ব ব্যবসায়, অন্যান্য আয় সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কার্যাবলি হাতে নেওয়া ও চালানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এতে দরিদ্র মহিলারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে কিছুটা স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মমর্যাদা এবং সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষমতা লাভ করে। বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণের গ্রামীণ মডেল বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশসহ আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি এবং ফ্রান্সের মতো উন্নত দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণ/হ্রাসে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যাংকটির ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পদ্ধতি দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ মডেল হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিস্বরূপ প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেছে। [তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া)

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০– বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন

টপিক – ০৫ গ্রামীণ ব্যাংক-এর ভূমিকা

গ্রামীণ ব্যাংক-এর ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

গ্রামীণ ব্যাংক-এর ভূমিকা

গ্রামীণ ব্যাংক-এর ভূমিকা

গ্রামীণ ব্যাংক একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটি পল্লির ভূমিহীন নারী ও পুরুষদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান। ক্ষুদ্র ঋণপ্রদানকারী ব্যাংক হিসেবেও এটি পরিচিত। তাছাড়া বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের সামাজিক উন্নয়নে যেসব বেসরকারি সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তন্মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক অন্যতম। সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থা হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কার্যক্রম হচ্ছে কৃষি, ব্যবসায় বাণিজ্য, পশুপালন, গ্রামীণ যানবাহন, গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মৎস্য চাষ প্রভৃতি উপার্জনমূলক প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা।

গ্রামীণ ব্যাংক-এর ভূমিকা

এছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংক সামাজিক উন্নয়নে মাত্র আট হাজার টাকা ব্যয়ে সিমেন্টের পিলারের উপর টিনের ঘর তৈরির জন্য একটি ঋণ কর্মসূচি চালু করেছে। সাধারণত যাদের চাষের জমির পরিমাণ আধা এককের অধিক নয় এবং যেসব পরিবারের মোট সম্পদের মূল্য এক একর জমির বাজার মূল্যের বেশি নয় তারাই গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করে এবং তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতিকল্পে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। বৃক্ষরোপণ, পরিবার ছোট রাখা, খরচ কম ও সঞ্চয় করা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিক্ষাদান, পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, পরিষ্কার পানি পান, বাল্যবিবাহ রোধ, ঘুষ প্রদান রহিত করা, পারস্পরিক সহায়তা, নির্যাতন রোধ, সঠিক সময়ে ঋণ শোধ ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের উদ্বুদ্ধ করাসহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংক সামাজিক উন্নয়নের জন্য যেসব ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে তা হলো-

উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ
কৃষি ও বন
সেবা খাত
ব্যবসায় বাণিজ্য
রিকশা ও ভ্যান চালানো
দোকান পরিচালনা।

গ্রামীণ ব্যাংক-এর ভূমিকা

দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম প্রশংসিত হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। যা সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও ঋণ পরিশোধের উচ্চহার, ঋণের যথাযথ প্রয়োগ এবং বিশেষ করে গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের প্রসার এ ব্যাংকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় ঋণ পৌঁছে দেয়। এ প্রকল্পের ঋণ প্রদান কাঠামো ও পরিশোধ পদ্ধতি দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের একটি মডেল হিসেবে শুধুমাত্র বাংলাদেশ বা উন্নয়নশীল দেশে নয় বরং উন্নত বিশ্বে যেমন আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি এবং ফ্রান্সেও বহুল সমাদৃত হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই গ্রামীণ ব্যাংকের এ দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে কাঙ্ক্ষিত সুফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান ও সাফল্যের জন্য ২০০৬ সালে বেসরকারি সংস্থা গ্রামীণ ব্যাংক ও এর প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০– বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন

টপিক – ০৬ ব্র্যাক ব্যাংক-এর ভূমিকা

ব্র্যাক ব্যাংক-এর ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ব্র্যাক ব্যাংক-এর ভূমিকা

ব্র্যাক-এর ভূমিকা

Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে নিঃস্ব মানুষের জন্য জরুরি ও তাৎক্ষণিক সাহায্য ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ফজলে হাসান আবেদের উদ্যোগে বেসরকারি সংস্থা BRAC-এর জন্ম হয়। ব্র্যাক বর্তমানে শুধু বাংলাদেশেই ৬৮,০০০ হাজার গ্রামে এবং শহরের ২০০০ বস্তিতে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। একটি সমন্বিত সেবাদান কর্মসূচির মাধ্যমে ব্র্যাক গ্রাম ও শহরের মোট জনসমষ্টির এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে তার আওতায় নিয়ে এসেছে। ব্র্যাকের রয়েছে লক্ষাধিক কর্মী। এ কর্মীদের কেউ ক্ষুদ্রঋণ কর্মকর্তা, কেউ শিক্ষক, কেউ স্বাস্থ্যকর্মী, আবার কেউবা বাণিজ্যিক উদ্যোগের ব্যবস্থাপক। তারা দেশের সর্বত্র দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিটি পরিবারের দোরগোড়ায় হাজির হয়ে সেবা পৌছে দিচ্ছেন। ব্র্যাক উপলব্ধি করেছে, একজন মানুষের দরিদ্র হওয়ার পিছনে এবং সমাজের অনুন্নয়নের পিছনে বহুবিধ কারণ একত্রে ক্রিয়াশীল থাকে। একটি দরিদ্র ভূমিহীন পরিবার খাদ্যপণ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যয়, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অপুষ্টির হুমকির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজকে উন্নয়নের দিকে নেওয়ার জন্য অবিরাম, লড়াই করে যাচ্ছে।

ব্র্যাক ব্যাংক-এর ভূমিকা

বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থায় ঋণ সরবরাহ, সঞ্চয় ও বিমা, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং সন্তানদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য ব্র্যাক একটি পূর্ণাঙ্গ সেবা কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। ব্র্যাকের সামাজিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে গ্রাম সংগঠন এবং এ প্রতিটি গ্রাম সংগঠনের রয়েছে ৩০ থেকে ৪০ জন নারী সদস্য। ব্র্যাক এ সদস্যদের ক্ষুদ্র ঋণ সেবা প্রদান করে এবং এ সদস্যরা নানাবিধ সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। ব্র্যাকের এ গ্রাম সংগঠনগুলোতে ৭০ লক্ষেরও বেশি নারী সদস্য রয়েছে এবং এ সদস্যরা দরিদ্রদের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাচ্ছেন। ব্র্যাকের এ সংগঠনগুলো সামাজিক উন্নয়নের জন্য নানা কর্মসূচির কর্মী সংগ্রহের কাজও করে। যেমন- স্বাস্থ্যকর্মী, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী, আইন সেবিকা ইত্যাদি। এসব কর্মীরা সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সেবা পৌছে দিচ্ছেন এবং সেবা কর্মকাণ্ডকে সফল করে তুলছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্র্যাকের ৬৮ হাজার স্বাস্থ্য সেবিকা প্রতিমাসে ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোককে বাড়িতে গিয়ে জরুরি কর্মসূচির প্রাথমিক সহায়তা পৌঁছে দিচ্ছেন। এছাড়াও প্রায় ১৬ লক্ষ শিশু ব্র্যাকের প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষাগ্রহণ করছে। এসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাক আরও নানাবিধ সামাজিক উদ্যোগ পরিচালনা করছে। এ উদ্যোগগুলো বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত এবং কৌশলগতভাবে ব্র্যাকের মূল উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে এগুলোর সংযোগ রয়েছে।

ব্র্যাক ব্যাংক-এর ভূমিকা

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি ব্র্যাকের গৃহীত ওয়াশ (ওয়াটার, স্যানিটেশন অ্যান্ড হাইজিন) কর্মসূচি দেশের ১৫০টি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে, যা দেশের সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও ব্র্যাক পরিচালিত দরিদ্র শিশুদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। যারা কোনোদিন বিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়াতে পারত না সেসব দরিদ্র শিশুদের জন্য বিনা বেতনে এবং বিনামূল্যে বই খাতা, শ্লেট, পেন্সিল সরবরাহ করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে ব্র্যাকের সহায়তায় ৩০ হাজার স্কুলে প্রায় ১৬ লক্ষ দরিদ্র শিশু লেখাপড়া করছে। এছাড়াও খাবার স্যালাইন তৈরি, শিশুদের টিকাদান ও ভিটামিন 'এ' বিতরণ, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করে ব্র্যাক সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০– বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন

টপিক – ০৭ আশা -এর ভূমিকা

আশা -এর ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

আশা-এর ভূমিকা

গ্রামীণ দরিদ্র ও অসহায় জনগণকে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে ASA (Association for social Advancement) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথমদিকে সামাজিক উন্নয়নে আশার প্রধান প্রধান কার্যক্রম ছিল দরিদ্রদের নিয়ে দল গঠন করা, শিক্ষাদান ও আলোচনার মাধ্যমে দলের সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এ কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের জন্য সমাজে দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অক্ষরজ্ঞান দান, উন্নত শিক্ষাদান, সেশনমুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ, বিবেকবুদ্ধি জাগ্রতকরণ প্রভৃতি অবলম্বন করা হয়। এর পরবর্তীতে বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আশা উপলব্ধি করে যে, আর্থিক ক্ষমতায়নই হচ্ছে সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। এমনকি সামাজিক উন্নয়নের প্রথম ও প্রধান শর্তই হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ফলে ১৯৯১ সালে আশার উন্নয়ন কার্যক্রম ও কৌশলের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়। আর এ পরিবর্তনের ফলে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আশার মূল কার্যক্রম হয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টি, ঋণ সহায়তাদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০– বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন

টপিক – ০৮ অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা

অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা

এসব বেসরকারি সংস্থা ছাড়াও প্রশিকা, পিকেএসএফ, গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র, গণসাহায্য সংস্থা, দীপশিখা, আইন ও সালিস কেন্দ্র, টিএমএসএসসহ বাংলাদেশে আরও অনেক বড় বড় বেসরকারি সংস্থা রয়েছে। আর ঐ সকল সংস্থা ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্বাধীনতাযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নকল্পে তৎকালীন সময়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন বেসামরিক সংস্থার। দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশ সুরক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে বেসরকারি সংস্থাসমূহ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা

১. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম: বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান বাধা হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা। বাংলাদেশ বিশ্বে আয়তনে ক্ষুদ্র একটি দেশ। কিন্তু এদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ দক্ষ জনশক্তিকে একটি দেশের সামাজিক উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং সামাজিক উন্নয়নে দেশের সম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানব সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু একটি দেশের সম্পদ ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা যদি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয় তাহলে সেখানে সেই জনসংখ্যা দ্বারা সামাজিক উন্নয়ন করা খুবই কঠিন। অথচ আমাদের দেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এ বৃহৎ জনসমষ্টিকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদেরকে জনসম্পদে পরিণত করার পাশাপাশি দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা

২. দারিদ্র্য বিমোচন: সামাজিক উন্নয়নের মূল নিয়ামক হলো সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন। দারিদ্র্য বিমোচনে বেসরকারি সংস্থার আদর্শ হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, নিজস্ব সংগঠনসমূহের উন্নয়ন, সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন এবং তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের ভিত্তি অনেক। এর নানা দিকের মধ্যে রয়েছে স্বল্প আয়, সহজেই আয় হ্রাস পাওয়া এবং আঘাত সামলে নেওয়ার সামর্থ্যের অভাব। এ কারণে দরিদ্রের সাথে সম্পৃক্ত সমস্যা মোকাবিলায় বেসরকারি সংস্থাসমূহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

৩. বেকারত্ব দূরীকরণ: বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা অতিরিক্ত জনসংখ্যার পাশাপাশি আরও যে সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে তা হলো বেকারত্ব। দেশের বৃহৎ জনসংখ্যা শিক্ষিত হওয়ার পরও তাদের একটা বিরাট অংশ আজ বেকারত্বের সম্মুখীন। অর্থাৎ দেশের যে বৃহৎ জনসংখ্যা শিক্ষা অর্জন করছে তাদের কর্মসংস্থানের যথেষ্ট জায়গা না থাকার কারণে এ বৃহৎ শিক্ষিত সমাজ বেকারত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু দেশের বেসরকারি সংস্থাগুলো দেশের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের সামনে চাকরির সুযোগ সৃষ্টিসহ আত্মকর্মসংস্থানের যে টেকসই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী সুফল বয়ে আনবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা

ক. চাকরি সৃষ্টি: বেসরকারি সংস্থাসমূহ দেশের সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের বেকার লোকদের একটা বিরাট অংশ চাকরিতে নিয়োগদানের মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যার সমাধানে সুষ্ঠু ভূমিকা পালন করছে। দিন দিন দেশে যতই বেসরকারি সংস্থা বাড়ছে ততোই বেকার লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। একটি গবেষণা থেকে দেখা গেছে দেশের বেসরকারি সংস্থাতে ৪ লক্ষের অধিক লোক চাকরিতে নিয়োজিত আছে এবং এ চাকরিতে নিয়োজিতদের একটা বৃহৎ অংশ মহিলা।

খ. স্বকর্মসংস্থান: দেশের সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থাগুলো কেবলমাত্র চাকরির সুযোগ সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের একমাত্র সম্পদ কায়িক শ্রম তা পূর্বে বিক্রির জন্য কোনো সুযোগ ছিল না। ছিল না তাদের কোনো মূলধন, যা দিয়ে একটি জাল কিনে মাছ ধরবে অথবা ছোটখাটো ব্যবসায় পরিচালনা করে ঘরের অন্নের সংস্থান করবে। কিন্তু দেশের বেসরকারি সংস্থাসমূহ এসব লোকদেরকে সামান্য পুঁজি প্রদান করে এবং আয় করার মতো বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে বিধবা থেকে শুরু করে কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে, কৃষক এ রকম কোটিরও বেশি লোককে দিয়েছে স্বকর্মসংস্থানের সন্ধান। এর ফলে ২ থেকে ৪ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা

৪. শিক্ষা বিস্তার: শিক্ষা একটি দেশের জনগণের সুযোগ নয় বরং অধিকার। কিন্তু বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যা এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। সেজন্য বাংলাদেশ সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি ইতোমধ্যে হাতে নিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোও শিক্ষা কর্মসূচির প্রসার ঘটাচ্ছে ব্যাপকভাবে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দেশের বেসরকারি সংস্থাসমূহ প্রায় ১ লক্ষ স্কুল পরিচালনা করছে। আর এ এক লক্ষ স্কুলে কম করে হলেও ৪০ লক্ষ ছেলেমেয়ে শিক্ষাগ্রহণ করছে।

৫. কৃষি এবং কৃষিসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম: কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশের বেসরকারি সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ দেশের কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ কৃষি উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। আর আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থাসমূহ বিভিন্নভাবে এগিয়ে আসে। বিভিন্ন উন্নত জাতের বীজ, কৃষি উপকরণ, আর্থিক সাহায্য, কারিগরি ও অন্যান্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নে সহায়তা করে।

৬. বনায়ন কর্মসূচি: বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের বেসরকারি সংস্থাসমূহ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে পথেপ্রান্তরে বিপুল পরিমাণ বৃক্ষরোপণ করছে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দেশের সরকারি পতিত জমিতে বেসরকারি সংস্থাগুলো অনুমতিক্রমে বিপুল সংখ্যক বৃক্ষরোপণ করেছে। আর এক্ষেত্রে যে সংস্থাটি সবচেয়ে বেশি বৃক্ষরোপণ করেছে সেটি হলো প্রশিকা। প্রশিকা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুমতিক্রমে বিপুল পরিমাণ বৃক্ষরোপণ করে রেখেছে।

অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা

৭. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন: দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং জনগণের মধ্যে আয়ের বৈষম্য দূরীকরণে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন অপরিহার্য। সরকার এক্ষেত্রে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য প্রদানে এগিয়ে এসেছে। এসব শিল্পের অধিকাংশই কৃষিনির্ভর। এসব শিল্পের উন্নয়নের ফলে কৃষির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং পল্লি অঞ্চলে বিরাজিত বেকারত্ব ও ছদ্ম বেকারত্বের চাপ হ্রাস পাবে।

৮. স্বাস্থ্য: বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক কম। তাছাড়া দেশের বৃহৎ জনসমষ্টি নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। অর্থাৎ জনগণের মধ্যে শিক্ষার অভাবের কারণে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। জনগণ নিজেদের বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত নিজেদের ধারণা থেকেই ওষুধ গ্রহণ করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে দেশের সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাগুলো শহরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বেসরকারি সংস্থাগুলো পরিবার পরিকল্পনা, কুষ্ঠরোগ নির্ণয়, শিশু ও মায়ের সেবা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে বিরাট এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ প্রদানের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা

০৯. টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন স্থাপন: পানীয় জলের সরবরাহের নিমিত্তে প্রতিটি অঞ্চলে নির্দিষ্ট দূরত্বে টিউবওয়েল স্থাপন ও স্বল্পমূল্যে ল্যাট্রিন স্থাপনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পূর্বে গ্রামের অধিকাংশ জনগণই অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন এবং খাবার পানির জন্য নদ-নদী কিংবা পুকুরের পানি ব্যবহার করত। তখন গ্রামে খুব কমসংখ্যক বাড়িতেই টিউবওয়েল ছিল। যে কারণে দূর থেকে পানি বহন করে পান করার পরিবর্তে পুকুরের পানিকেই তারা সকল কাজে ব্যবহার করত। কিন্তু দেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা গ্রামের মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করেছে। অর্থাৎ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা গ্রামে নির্দিষ্ট দূরত্বে টিউবওয়েল স্থাপন ও স্বল্প মূল্যে ল্যাট্রিন স্থাপন করে দিয়েছে।

১০. ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র: বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় কিংবা প্রাকৃতিক অন্যান্য দুর্যোগ বড় ধরনের বাধা। কেননা ঘূর্ণিঝড় কিংবা প্রাকৃতিক অন্যান্য দুর্যোগের কারণে দেশের মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে যায় এবং এ দুর্যোগকালীন সময়ে তাদের আশ্রয়েরও কোনো জায়গা থাকে না। বন্যাদুর্গত ও উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের নিমিত্তে উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র। যার মাধ্যমে অসহায় ও আশ্রয়হীন মানুষকে দেওয়া হয়েছে আপতকালীন আশ্রয়ের আস্থা। আর এ আশ্রয়স্থল নির্মাণের ক্ষেত্রে দেশের সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

১১. অবকাঠামো উন্নয়ন দেশের অবকাঠামোর উন্নয়ন সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর এ ব্যাপারে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থাও এগিয়ে আসে। রাস্তাঘাট, পুল-কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ ও সংস্কারে কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা সরকারি সহায়তায় এগিয়ে আসে। দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে শিল্প, কৃষি, ব্যবসায় বাণিজ্য তথা সামগ্রিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হওয়ার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

১২. নারীর ক্ষমতায়ন যেকোনো সমাজেই পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবস্থান বা নানা বিষয়ে নারীর অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সামাজিক ক্ষেত্রে পূর্বে লক্ষ করা যেত নারীরা শুধু ঘরের কাজেই অংশগ্রহণ করত এবং তাদের কোনো একক ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু দেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা দেশের নারীসমাজকে সচেতন করার পাশাপাশি তাদেরকে নানা ধরনের কর্মের উপযোগী করে তুলছে। যার কারণে দেশে নারীর ক্ষমতায়ন লক্ষ করা যাচ্ছে এবং নারীরা সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা

১৩. টেকসই উন্নয়ন: বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলো দেশের টেকসই উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাধারণত টেকসই উন্নয়ন বলতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশের পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রেই এমন উন্নয়ন সাধন করা যে উন্নয়নের ছোঁয়া বা সুবিধা পরবর্তী প্রজন্মও ভোগ করতে পারবে। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলো ব্যাপকহারে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও সমাজের জন্য যেসব বিষয় ক্ষতিকর ও বিধ্বংসী সেসব বিষয় অপসারণের ক্ষেত্রেও বেসরকারি সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

১৪. সম্পদের সুষম ব্যবহার: বেসরকারি সংস্থা অলাভজনক মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা তাদের সম্পদ ও সামর্থ্যের দিকে সর্বোচ্চ দৃষ্টি দেয়। এতে একদিকে যেমন পেশাগত উন্নয়নে উৎকর্ষ ঘটে এবং অন্যদিকে প্রশাসনিক ব্যয় কমে আসে। ফলে দেখা যায়, সময় ও সম্পদের অপচয় কম হয়, প্রত্যাশিত লক্ষ্য সফল হয়।

অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা

১৫. যোগাযোগ ও সামাজিক গতিশীলতা বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাগুলো দেশের যোগাযোগ এবং সামাজিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। যার ফলে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং উন্নয়ন ঘটে। যেমন- গ্রামে ছোট ছোট রাস্তাঘাট, সাঁকো/পুল নির্মাণ প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

১৬. প্রশিক্ষণ প্রদান: বাংলাদেশের অনেক বেসরকারি সংস্থা Training and Training Programme-এর সাথে জড়িত - সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ (relevant department) সাহায্য করে থাকে। যার ফলে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং তারা বিভিন্ন ধরনের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত হচ্ছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০– বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন

টপিক – ০৯ সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের গুরুত্ব

সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের গুরুত্ব

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সরকারি অর্থ বরাদ্দ এবং কার্যক্রমের বিধান থাকলেও তা নানা ধরনের প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বিলম্বে সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয় হলে বেসরকারি সংস্থাগুলো সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

নিচে সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো-

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। দেশের জাতীয় আয়ের ৫০ শতাংশেরও অধিক কৃষি থেকে পাওয়া যায়। এজন্য কৃষির উন্নয়ন সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কিন্তু এ কৃষির উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র সরকারি কিংবা বেসরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয়। বরং সামাজিক উন্নয়নের জন্য কৃষির উন্নয়ন প্রয়োজন এবং কৃষির উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয় প্রয়োজন।

সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দেশের শিল্পের উন্নয়ন সাধন। কেননা শিল্পোন্নয়ন দেশের জনগণের আর্থিক সচ্ছলতা এনে দেওয়ার পাশাপাশি জীবনযাত্রার মানও উন্নত করে। তবে এ শিল্পোন্নয়ন সরকারি সংস্থার একার পক্ষে, করা সম্ভব নয়। কেননা শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা অর্থ সরবরাহকারীরা যদি অর্থ বিনিয়োগে এগিয়ে না আসে তাহলে শিল্পের উন্নয়ন ঘটত না।

সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের গুরুত্ব

সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। কিন্তু সরকারি সংস্থার একার পক্ষে এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে দেশের সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে বেকার সমস্যা দূর করা সম্ভব। কেননা সরকারি সংস্থা এককভাবে যে সামান্য সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তা এ বৃহৎ জনসমষ্টির দেশে খুবই নগণ্য।

বাংলাদেশে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। তাই দেশের সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থা যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ধরনের সভা সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করার মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।

সামাজিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের গুরুত্ব

সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের মাধ্যমেই সমাজের জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের মাধ্যমেই সমাজের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের মাধ্যমেই দেশের জনগণ লাভজনক ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা সরকারের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় অর্থ বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়।

সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়ের মাধ্যমেই দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে দুর্যোগকবলিত জনগণকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা যায়। দুর্যোগকালীন সময়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যদি সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের কার্যাবলি সম্পাদন করে তাহলে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগণকে আর বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০– বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন

টপিক – ১০ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

শিউলি গ্রামের দুস্থ মহিলা। দিনমজুর স্বামীর রোজগারে সন্তানদের নিয়ে অনাহারে অর্ধহারে দিন কাটাতে হতো। অতঃপর স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে কিছু নগদ অর্থ নিয়ে হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলে। এখন সে অনেকটা সচ্ছল। অন্যদিকে তার প্রতিবেশী বিউটি সংসারে একটু সচ্ছলতা আনার জন্য শিউলির মতো সংস্থা থেকে কিছু টাকা নিয়ে সেলাই মেশিন কিনে কাপড় সেলাই করে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করছে।

[ঢা. বো. '২২; য. বো. '২২, কু. বো. '২২]

ক. BARD-এর পূর্ণরূপ কী?

খ. 'কুমিল্লা মডেল' বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বেসরকারি সংস্থার যে কার্যক্রম প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

জাবেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগ থেকে এম.এস.এস. পাস করেছে। সে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে তুলে। প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষা ও কাজের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা সমাজ থেকে দারিদ্র্য নির্মূল করাই হচ্ছে এই সংস্থাটির অন্যতম উদ্দেশ্য। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সে টার্গেট গ্রুপ তৈরি করে সংস্থাটির কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে সংস্থাটি স্বনির্ভর জনগোষ্ঠী তৈরিতে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

[রা. বো. '২২; চ. বো. '২২; সি. বো. '২২: ব. বো. '২২; দি. বো. '২২; ম. বো. '২২]

ক. NGO-এর পূর্ণরূপ কী?

খ. বেকারত্ব বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে জাবেদের উদ্যোগ কোন ধরনের সংস্থার কার্যক্রমকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "স্বনির্ভর সমাজ বিনির্মাণে জাবেদের মতো গড়ে তোলা সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে"- উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার যে প্রচেষ্টা চলছে সে প্রচেষ্টায় বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

[রা. বো '১৮, কু. বো '১৮; চ. বো '১৮; ব. বো '১৮]

ক. NGO'র পূর্ণরূপ কী?

খ. সামাজিক উন্নয়ন অর্থ মানুষের সামগ্রিক উন্নয়ন। ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নোবেলজয়ী সংস্থা কোনটি? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার প্রচেষ্টায় বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"- তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

THANK YOU